দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

তারিখ 16 AUG 1987

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

৩০শে শ্রাবণ ১৩৯৪

ঢাকা: রোববার, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৯৪

219

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব এড়াতে পারেন না

সম্প্রতি মাষ্টার ডিগ্রীর শেষ বর্ষের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পরীক্ষা গ্রহণে ব্যর্থতার জন্য মামলা দায়ের করার বিষয় চিন্তা করছেন।

আর গত বুধবার অনার্সের শেষ বর্ষের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিস তছনছ করে। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবী এবং তাদের পরীক্ষা আশু গ্রহণের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে ক্রুদ্ধ পরীক্ষার্থীরা এই কাণ্ড করেন। তখন উপাচার্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এরপর অনার্স পরীক্ষার্থীরা প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে দেখা করেন।

কখনো সরকার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছেন, কখনো অস্ত্রের ঝনঝনির মুখে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে এই কারণ দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে থাকেন। এবার এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট, কর্মচারীদের দাবী-দাওয়ার মুখেও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হয় না।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে কয়েকবার বন্ধ করা হয়েছে প্রথমোক্ত দুটি কারণে। ছাত্র আন্দোলনের মুখে '৮৩ সালে সাড়ে চার মাসের উপর বিশ্ববিদ্যালয় সরকার বন্ধ করে দেন। এবার অস্ত্রের রাজনীতির পরিণতিতে গুলীবিদ্ধ হয়ে ছাত্র নিহত এবং পরবর্তী সময়ে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং আরও দু'জন নিহত হলে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা গ্রহণ স্থগিত ঘোষণাসহ বিশ্ববিদ্যালয় গত ১৫ই জুলাই বন্ধ করে দেন অনির্দিষ্টকালের জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কর্মচারী এবং ছাত্রদের প্রচেষ্টা কখনও ফলবতী হয়নি।

এবারের ঘটনার সময় ১৮টি ছাত্র সংগঠন একযোগে অস্ত্রধারী লোকদের নামোল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার দাবী জানিয়েছিলেন। সিট নিয়ে দুটো ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এ দাবী তারা করেছিলেন। রাজনীতিক দলগুলোর মধ্যে কোন কোন দলের বিবৃতিতে স্ব স্ব সমর্থক ছাত্র সংগঠনের পক্ষে এবং অন্যদের বহিরাগত অস্ত্রধারী আখ্যা দেয়া হয়েছিল।

এ সমস্ত প্রমাণ করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের রাজনীতির মূল বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, তার বাইরে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অস্ত্রধারীদের চেনেন না এমন নয়। হলে হলে সশস্ত্র বহিরাগতদের আনাগোনার সাথে ভিতরে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনের সম্পর্ক থাকে এটা ওপেন সিক্রেট। এরা কেউই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ ছাত্রদের নিকট অপরিচিত নয়। সাধারণ ছাত্ররা মুখ খুলতে ভয় পায়।

কীভাবে এসব পরিস্থিতির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হতে পারে এই কলামে বার বার সেকথা বলা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার চিঠিপত্র কলামেও একজন পত্রলেখক (তিনি নিজে একজন ছাত্র) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়ী করে এক চিঠি দিয়েছেন। তার চিঠির যুক্তি এবং বক্তব্য উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যর্থতার পরিচয় দেয় এবং মুখচেনা কিছু রাজনৈতিক ছাত্রনেতার নিকট প্রশাসন জিম্মি তার প্রতিচিঠিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন রাখা চলে সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ, ছাত্রসংগঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলেই অস্ত্রমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চান কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করতে বাধা কোথায়, সে কথাটা মুখ ফুটে কোন মহল থেকে বলা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সভায়, উপাচার্য ও শিক্ষকদের ভাষণে সদিচ্ছা ব্যক্ত হওয়ার পরও কাজ এগোয় না।

সশস্ত্র বহিরাগতদের পুলিশ ডেকে ধরিয়ে না দিয়ে তাদের হল ত্যাগের জন্য সময় দেওয়া হয়েছে, সময় পার হয়ে গেলে উপরোধ অনুরোধ করা হয়েছে, এমন নজির বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রেখেছেন, তার পরিণতি যে শুভ হয়নি গত জুন এবং জুলাই মাসে উপর্যুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষ, বোমাবাজি, ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনা তার সাক্ষ্য।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 AUG 1987

পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

শুধু তাই নয়, বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে উদ্ভট তত্ত্ব ও তথ্য প্রদান: একই সঙ্গে নিহত অপর ব্যক্তির সেখানে উপস্থিতির রহস্য সম্পর্কে নীরবতা দূর-অতীতের ঘটনা নয়। গত জুন-জুলাই মাসের ঘটনার পটভূমি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক দোষারোপ একই কায়দায় চলেছে। ফলে ঘটনার পিছনে কী কাজ করেছে, তা যেমন জানা যায়নি, তেমনি সত্য চাপা পড়েছে। শুধু তথ্য হিসেবে জানা গেছে দুপুর রাতে আকস্মিকভাবে একজন ছাত্র গুলীবিদ্ধ হয়ে দীর্ঘক্ষণ ক্যাম্পাসে পড়ে থাকার কারণে রক্তক্ষরণে মারা গেছে। তার জের হিসেবে একজন রিক্সাচালকসহ অপর একজন ছাত্রকে প্রাণ দিতে হয়েছে পরবর্তী সময়ে।

এসব ঘটনার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় সেখানে সশস্ত্র ব্যক্তিদের গ্রেফতার কিংবা সংঘর্ষ থামানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তৎপর হননি। নিজেদের প্রচেষ্টায় থামানোর মত নৈতিক শক্তিও তারা প্রয়োগ করতে পারেননি।

তারা তারপর যে পথ নিয়েছেন, অতীতের সরকারও একই পন্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উন্নতির পথ নিয়েছিল। তাহল বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা।

এতে সাময়িক ফল পাওয়া যায়। রোগ সারে না, মাঝখান দিয়ে '৮২-৮৩ সালের পরীক্ষা '৮৫তে শেষ হয়। আর এভাবে ছাত্রদের বয়স গড়িয়ে চলে সরকারী চাকরির জন্য নির্দিষ্ট বয়সসীমা ছাড়িয়ে। আর সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু ছেলের লেখাপড়া ইতি হয় কিংবা কায়ক্লেশে অভিভাবকরা শিক্ষার দুর্বহ ব্যয় অহেতুক আরও ২।৩ বছর বহন করতে বাধ্য হন। অর্থাৎ সবকিছুর জন্য মাশুল দিতে হয় সাধারণ ছাত্রদের সংখ্যায় যারা বেশী। মাত্র মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক ছাত্রনেতা যারা আন্দোলন করেন এবং তা যখন সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হয়, তখন একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করে থাকেন। তারপর যথানিয়মে সদিচ্ছার বাণী উচ্চারিত হয়। শিক্ষা, গণতন্ত্র, মূল্যবোধ কথাগুলোর নিষ্ফল ব্যবহার হয়।

আর এজন্যই আজ ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা ভিসি'র অফিস তছনছ করেন, মাষ্টার ডিগ্রীর শেষ বর্ষের ছাত্রগণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের কথা বলেন।

ছাত্রদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় নিয়ে আজ জুয়া খেলা চলছে। ছাত্ররা আদৌ মামলা করবেন কিনা, কিংবা করলে কী সুফল পাবেন তা স্বতন্ত্র বিষয়।

তারুণ্যের এই অপচয়ের ক্ষতিপূরণের কথা কেউ ভাবছেন না। এ তারুণ্য শুধু শিকার হয় রাজপথে লাঠি-গুলীর। কখনো তা আমাদের গৌরবের চূড়া পরিয়ে দেয়। কখনো আত্মহননের পথ ধরে চলে রাজনীতিকদের কূটচালের শিকার হয়ে। তখন তাদের ধিক্কার দেয় সকলে। আর ছাত্র আন্দোলনের গৌরবের দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আজকের অস্ত্রের রাজনীতি থেকে তাদের বিরত থাকতে বলা হয়। তাদের যারা পিছন থেকে চালান তারা সেই 'ভাল মানুষ' কবিতার নায়কের মত কামনা করেন 'আমার হয়ে প্রাণ দিক দধীচির মত লক্ষ লক্ষ প্রাণ, আমি শুধু বেঁচে থাকবো একটা নির্ভেজাল ভাল মানুষ' হয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও আজ এই 'নির্ভেজাল ভাল মানুষ'-এর কুটিল রাজনীতির করতলগত।

ক্ষতিপূরণ হিসেবে ইতিপূর্বে একজন অনার্স ছাত্রের মত এবারও পরীক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট দাবী করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট। তারা কী সমাধান দিবেন।

গতানুগতিক পন্থায় শিক্ষাঙ্গনের ব্যাধি দূর করে শিক্ষাকে সুস্থ পরিবেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। একথাটা মনে রেখে তারা ইতিকর্তব্য স্থির করুন। আর অবিলম্বে স্থগিত পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষা যথাসময়ে গ্রহণের ব্যবস্থা করুন। নতুবা নৈতিকভাবে তারাও জাতির নিকট অপরাধী থাকবেন ছাত্রজীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো হত্যার অপরাধে।